ভোরের কাগজ

তারিখ 11 APR 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

জনপ্রশাসন সংস্কার মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় গভীর উদ্বেগ

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

গতকাল সোমবার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনপ্রশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়েই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া কতোটুকু যৌক্তিক অথবা তা রোধকল্পে সরকারের করণীয় কি তা নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বৈঠক সূত্রে আরো জানা গেছে, প্রশাসনের কাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগে দুর্নীতি জেঁকে বসেছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেন। পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। দুর্গম এলাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের না যা যাওয়ার প্রবণতা থাকায় এবং সংশ্লিষ্টদেরকে উৎসাহিত করে তুলতেই অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে গতকালের বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

বৈঠক সূত্র জানায়, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) আওতায় একটি প্যাকেজ প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা প্রশাসন পরিচালনা করার বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। আর এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে স্বল্প লোকবলের মাধ্যমেই নিখুঁতভাবে প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা বৈঠকে মন্তব্য করেন।

এছাড়া প্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অলাভজনক ও

● বাকি-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনীতিতে

● শেষের পাতার পর

অপ্রয়োজনীয় খাত থেকে লোকবল ছাঁটাই করার বিষয়েও কমিটির সদস্যরা ঐকমত্যে পৌঁছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারে যাতে কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ছাঁটাই সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈঠকে প্রশাসনের বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণ ও দীর্ঘদিনের অস্থায়ী পদকে স্থায়ী কাঠামোতে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে সকল শূন্যপদ এখনই পূরণ করা হবে না। অতি প্রয়োজনীয় শূন্যপদগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে বলেও সূত্র জানায়।